প্রেস রিলিজ

বিষয় : **"চোখে চোখে ধূমকেতু আইসন"**

পৃথিবী জুড়ে এখন খবরের শিরোনামে ধূমকেতু আইসন্। সৌরজগতের একেবারে শেষপ্রান্ত, 'ওর্ট ক্লাউড' অঞ্চল থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে যাত্রা শুরু করে গত বছর সেপ্টেম্বরে টেলিস্কোপে প্রথম ধরা দেয় সে। রাশিয়ার কিস্‌লোভদস্ক এ 'ইন্টারন্যশনাল সায়েন্টিফিক অপটিকেল নেটওয়ার্ক' এর দূরবীনে ধূমকেতুটিকে প্রথম দেখেছিলেন বিজ্ঞানী ভিতালি নেভস্কি এবং আর্টিওম নভিচনক। সেই পর্যবেক্ষনকেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত নামেই ধূমকেতুটির সর্বজনপ্রিয় নাম 'আইসন্'। বিজ্ঞানীরা নিয়ম মেনে নাম রেখেছেন সি/২০১২ এস ১ ।

আবিস্কারের পর থেকেই পৃথিবীর বড় বড় সব টেলিস্কোপ আর খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সন্ধানী নজর রেখেছেন আইসনের উপর। নজরে রেখেছেন অগণিত শখের জ্যোতির্বিজ্ঞানীও। উৎসাহ তাদেরই বরং বেশী। কেউ কেউ আবার ভবিষ্যদ্‌বানী করে ফেলেছিলেন, 'ঔজ্বল্য আর সৌন্দর্যের বিচারে আইসন্ হবে শতাব্দীর সেরা ধূমকেতু। আকাশের একটা বিশাল অংশ জুড়ে থাকবে তার ঝাঁটার মতো লেজ; উজ্বল হবে এতোটাই যে দিনের আকাশেও পরিস্কার দেখা যাবে তাকে।' সে সম্ভাবনা এখন আর নেই। তবে এমন বক্তব্যে কৌতূহলের পারদ চড়েছে সাধারণ মানুষের মনে। সারা পৃথিবীতে। এর রেশ ধরেই, পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রচারের এক অভাবনীয় কর্মকান্ড। সূর্যের যত কাছে আসছে আইসন ততই তেজী হচ্ছে এই প্রচার।

এখন সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘন্টা আগে পূব আকাশে দেখা যাচ্ছে আইসনের সবুজাভ দেহ। আগামী ২৮শে নভেম্বর সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকবে আইসন। সূর্য থেকে তার দূরত্ব হবে প্রায় সাড়ে এগার লক্ষ কিলোমিটার। সেসময় সূর্যের প্রচন্ড তাপ আর আকর্ষনে যদি গলে-ভেঙে-চুরে না যায় তার প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ দেহ, তবে এবার ডিসেম্বরের আকাশ উদ্ভাসিত হবে এক লেজওয়ালা জ্যোতিস্কের আগমনে।

আসলে ধূমকেতু নিয়ে মানুষের মধ্যে এই মাতামাতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। প্রাচীন মানুষের কাছে আকাশ ছিল নিয়মানুবর্তিতার প্রতীক। বিভিন্ন জ্যোতিস্কের আগমন-উদয়-অস্ত তাদের জানিয়ে দিত দিন-মাস-বছর আর ঋতু পরিবর্তন । নিয়মের এই সাম্রাজ্যে অদ্ভুতদর্শন লেজওয়ালা এক জ্যোতিস্কের আবির্ভাব তাদের ভয় পাইয়ে দিত। এই ভয় থেকেই তৈরী হয়েছিল নানা কুসংস্কার। সেসব একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। বরং ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন ওয়েবসাইট্ , মোবাইল ইত্যাদিকে আশ্রয় করে আরো ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। ধুমকেতু নিয়ে বিজ্ঞান প্রচার কর্মসূচী তাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের রাজ্যেও শুরু হয়েছে জোর প্রচার। ইতোমধ্যেই ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞান সমিতি আয়োজন করেছে রাজ্য ভিত্তিক কর্মশালা। ত্রিপুরা রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদ এবং ত্রিপুরা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'চোখে চোখে আইসন্' শীর্ষক প্রচার অভিযান। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আয়োজিত হয়েছে জনপ্রিয় বিজ্ঞান আলোচনা। প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণ, গোমতী, ধলাই, ঊনকোটি এবং উত্তর জেলায় চলছে ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক - শিক্ষিকাদের নিয়ে কর্মশালা। কর্মশালার অঙ্গ হিসাবে রয়েছে বিশেষ কম্পিউটার সফট্‌ওয়্যারের সাহায্য নিয়ে হাতে কলমে রাতের আকাশ চেনা। ২৮শে নভেম্বরের পর যদি খালি চোখে দেখা যায় আইসন্‌কে, তবে আরো বড় আকারে শুরু হবে 'চোখে চোখে আইসন্' প্রচার অভিযান।

18/11/13

(M. L. ROY)
Member Deputy Secretary,
Tripura State Council for